পরামর্শ

ন্যায়দর্শন সম্মত চার প্রকার যথার্থ অনুভবের মধ্যে অনুমিতির স্থান দ্বিতীয়। তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'অনুমিতি করণম্ অনুমানম্' অর্থাৎ অনুমিতির করণকে অনুমান বলে। এই অনুমান হল নৈয়ায়িক স্বীকৃত দ্বিতীয় প্রকার প্রমাণ। অনুমিতির লক্ষণ প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট বলেছেন, 'পরামর্শজন্যং জ্ঞানম্ অনুমিতি'- অর্থাৎ পরামর্শ থেকে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তার নাম অনুমিতি। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে পরামর্শ কাকে বলে ? সাধারণভাবে পরামর্শ বলতে আমরা যে কোন প্রকার জ্ঞানকেই বুঝি। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে তার একটি বিশেষ পারিভাষিক অর্থ আছে। তদ্‌নুযায়ী পরামর্শ বলতে বিশেষ এক ধরনের জ্ঞানকে বোঝায়।

তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে পরামর্শের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে, ‘ব্যাপ্তবিশিষ্ট পক্ষধর্মতা জ্ঞানং পরামর্শঃ’ - অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর পক্ষধর্মতা জ্ঞানই পরামর্শ। উক্ত লক্ষণে তিনটি শব্দ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি হল - ব্যাপ্তিবিশিষ্ট, পক্ষধর্মতা ও জ্ঞান। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট অর্থাৎ যা বা যে হেতুটি ব্যাপ্তির দ্বারা বিশেষিত। পক্ষধর্মতা অর্থাৎ পক্ষের একটি ধর্ম হওয়া বা পক্ষেতে হেতুর বিদ্যমানতা। আর সর্বশেষে পরামর্শ একটি বিশেষ জ্ঞান। সুতরাং পরামর্শ লক্ষণের অর্থ দঁড়ায় কোন অনুমানে সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে হেতুটি আছে, সেই হেতুটি যে ঐ অনুমানের পক্ষে আছে - তদ্ বিষয়ক জ্ঞান।

সুতরাং প্রথমে পক্ষধর্মতা জ্ঞান, পরে ব্যাপ্তি স্মরণ ও তারপর পরামর্শ জ্ঞান। ‘পর্বতঃ বহ্নিমান ধূমাৎ’ - এই অনুমানে পক্ষ = পর্বত, সাধ্য = বহ্নি এবং হেতু হল ধূম। যেখানে যেখানে ধূম আছে সেখানে সেখানে বহ্নি আছে, এই হল ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি। সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ঐ হেতুটি পর্বতরূপ পক্ষে আছে। পর্বতে ধূমের বিদ্যমানতা জ্ঞান হল পক্ষধর্মতা জ্ঞান। তারপর ধূম বহ্নির দ্বারা ব্যাপ্য - এই হল ব্যাপ্তি স্মরণ। পরে বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্বতঃ - এই পরামর্শ জ্ঞান হওয়ার পর পর্বতটি বহ্নিমান এই অনুমিতি নামক প্রমা উৎপন্ন হয়।

যেমন বহ্নির অন্বেষণকারী কোন ব্যক্তি প্রথমে দূরস্থ পর্বতে অবিচ্ছিন্নমূলা ধূম দর্শন করেন, তারপর তার ‘যত্র ধূম তত্র বহ্নি’ - অর্থাৎ ধূম বহ্নিব্যাপ্য এরূপে মহানসাদিতে পূর্বগৃহীত ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি স্মরণ হয়, তারপর সেই ব্যক্তির বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবিশিষ্ট এই পর্বত - এরূপ বিশিষ্ট জ্ঞান হয়। এই বিশিষ্ট জ্ঞানই পরামর্শ। তবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে পক্ষধর্মতা জ্ঞানই পরামর্শরূপে পুনরুৎপন্ন হয়েছে। বিশেষ এই যে, পক্ষধর্মতাজ্ঞানে ব্যাপ্তি বিষয় হয় নি; কিন্তু পরামর্শ জ্ঞানে বহ্নিব্যাপ্তি হেতু ধুমের বিশেষণরূপে বিষয় হয়েছে।

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘স্বার্থানুমিতিপরার্থানুমিত্যোর্লিঙ্গপরামর্শ এব করণম্’’ অর্থাৎ কি স্বার্থানুমিতি কি পরার্থানুমিতি উভয়েরই করণ হল লিঙ্গপরামর্শ। অতএব এই লিঙ্গপরামর্শই অনুমান। লিঙ্গ পদের অর্থ আমরা পূর্বেই জেনেছি। পরামর্শ হল একপ্রকার জ্ঞান। সুতরাং লিঙ্গপরামর্শ বলতে হেতুর এক প্রকার বিশেষ জ্ঞানকে বোঝায়। এই লিঙ্গপরামর্শই যে অনুমিতির করণ তা বোঝাতে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলেছেন, ‘‘পরামর্শ জন্যং জ্ঞানং অনুমিতি’’। অর্থাৎ পরামর্শ থেকে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে অনুমিতি বলা হয়। এই লিঙ্গপরামর্শ বলতে নৈয়ায়িকগণ তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শকেই বুঝিয়েছেন।

এই তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শই নিম্নোক্তভাবে বহ্নির অনুমিতিতে কারণ হয়, প্রথমে পাকশালা, গোষ্ঠ, চত্ত্বর প্রভৃতি স্থানে ধূম ও বহ্নির সাহচর্য্য জ্ঞান বা সহচার দর্শনের ফলে ধূমঃ বহ্নিব্যাপ্যঃ এরূপ জ্ঞান হয়। পাকশালাদিতে এরূপ যে প্রথম ধূম জ্ঞান হয়, তা পরবর্তী অনুমিতির উৎপত্তিতে প্রথম লিঙ্গ দর্শন বলে স্বীকার করা হয়। অতঃপর ঐ প্রথম লিঙ্গ দর্শনকারী যদি কোন পর্বতে বেড়াতে গিয়ে দূর থেকে ধূম (লিঙ্গ) দর্শন করেন, তাহলে ঐ ধূম দর্শনকে দ্বিতীয় লিঙ্গ দর্শন বলা হয়। এখন পাকশালাদিতে প্রথম লিঙ্গ দর্শনের দ্বারা যে সংস্কার উৎপন্ন হয়েছিল, দ্বিতীয় লিঙ্গ (ধূম) দর্শনের দ্বারা ঐ ব্যাপ্তি বিষয়ক সংস্কার উৎপন্ন হওয়ায় 'ধূমোবহ্নিব্যাপ্যঃ' এরূপ ব্যাপ্তি স্মরণ হয়। অতঃপর 'বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্বতঃ' - এপ্রকারে পর্বতের সাথে বহ্নিব্যাপ্য ধূমের সম্বন্ধের জ্ঞান হয়। এই ধূম জ্ঞানকে তৃতীয় ধূমজ্ঞান বা তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ বলে। এই জ্ঞানের পরক্ষণেই 'পর্বতঃ বহ্নিমান্' এরূপ অনুমিতি হয়। এই জন্যই অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলেছেন, ''পরামর্শ জন্যং জ্ঞানং অনুমিতি''।

অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে পক্ষের লক্ষণ সম্পর্কে বলেন, ‘সন্দিগ্ধ সাধ্যবান্ পক্ষঃ’ অর্থাৎ যে অধিকরণে সাধ্যধর্মের সন্দেহ করা হয়, সাধ্যের আধার সেই অধিকরণকে পক্ষ বলে।

‘নিশ্চিত সাধ্যাভাববান্ বিপক্ষঃ’ অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে সাধ্যের অভাবের অধিকরণকে বিপক্ষ বলে। আর তাতে যদি হেতুর অভাবের জ্ঞান হয়, তাহলে হেতুটির বিপক্ষাসত্ত্ব ধর্ম থাকবে। যেমন আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, জলাশয়ে বহ্নি (সাধ্য) থাকে না। তাই তা বিপক্ষ। আবার সেখানে ধূম (হেতু) ও থাকে না। ফলে সাধ্যের অভাবের অধিকরণ জলাশয়ে হেতু ধূমের অভাব থাকায় হেতুটির বিপক্ষাসত্ত্ব বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেল।

যে হেতুর দ্বারা সাধ্যধর্মের সিদ্ধি করা হবে, তার যদি সমশক্তিশালী অন্য কোন প্রতিপক্ষ হেতু না থাকে, তাহলে ঐ হেতুর অসৎপ্রতিপক্ষত্ব বৈশিষ্ট্য থাকবে। যেমন ধূম হেতুর দ্বারা পর্বতে বহ্নিরূপ সাধ্যধর্মের সিদ্ধির ক্ষেত্রে হেতুটির সমান শক্তিবিশিষ্ট কোন হেতু না থাকায় ধূম হেতুর অসৎপ্রতিপক্ষত্ব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

যদি পূর্বে কোন বলবত্তর প্রমাণের দ্বারা সাধ্যাভাব নিশ্চিত না হয়, তাহলে যে হেতুর দ্বারা ঐ সাধ্যধর্মের সিদ্ধি করা হয়েছিল তার অবাধিতত্ব বৈশিষ্ট্য থাকবে। যেমন ধূম হেতুর দ্বারা পর্বতে বহ্নির অনুমানের ক্ষেত্রে সাধ্য বহ্নির অভাব কোন প্রমাণের দ্বারা বাধিত না হওয়ায় ধূম হেতুটি অবাধিত্ব বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেল।

অনুমাপক হেতুর প্রথম তিনটি রূপ সম্পর্কে ন্যায় ও বৌদ্ধ তার্কিকদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য না থাকলেও পরের দুটি রূপ কিন্তু বৌদ্ধরা স্বীকার করেন না। অতিরিক্ত দুটি বৈশিষ্ট্য স্বীকারের স্বপক্ষে নৈয়ায়িকদের যুক্তি হল এই যে, যদি কোথাও এমন অনুমান প্রয়োগ করা হয়, যেখানে একই পক্ষে বিভিন্ন হেতুর দ্বারা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ দুটি সাধ্যের অনুমান করা যায়। একই পক্ষে বিরুদ্ধ সাধ্যের এরূপ অনুমানকে ন্যায়ের পরিভাষায় 'সৎপ্রতিপক্ষ' অনুমান বলে। যেমন যদি কেউ পৃথিবীকে পক্ষ করে এরূপ অনুমান গঠন করেন, পৃথিবী সকর্তৃকা জন্যত্বাৎ', তাহলে প্রতিপক্ষ একই পক্ষেতে এরূপ অনুমান গঠন করে বলতে পারেন , 'পৃথিবী অকর্তৃকা নিত্যত্বাৎ'। ফলে একই পৃথিবী রূপ পক্ষে জন্যত্ব এবং নিত্যত্ব এই দুটি হেতু দ্বারা সকর্তৃক ও অকর্তৃক নামক পরস্পর বিরুদ্ধ দুটি সাধ্যের অনুমান করা হয়। এজন্যই উক্ত অনুমান দ্বয়কে বলা হয় সৎপ্রতিপক্ষ অনুমান।

এখন উক্ত সৎপ্রতিপক্ষ অনুমান স্থলে দুটি অনুমানের দুটি হেতুই সমশক্তিশালী হওয়ায় তাদের কোন একটি হেতুকে সৎ বা অসৎ বলা চলে না। অথচ একই ধর্মীতে পরস্পর বিরোধী দুটি অনুমান যে কখনো একসঙ্গে সত্য হতে পারে না, একটি মিথ্যা হবেই, তা বলা বাহুল্য। কিন্তু কোন অনুমানটি সত্য আর কোন অনুমানটি মিথ্যা হবে, তা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন ব্যপার। ফলে যে হেতুর উক্তরূপ সৎপ্রতিপক্ষ থাকবে না (অসৎপ্রতিপক্ষত্ব থাকবে), সেরূপ হেতুকে প্রকৃত সাধ্যের অনুমাপক বা সৎ হেতু বলা হবে।

যদি কোন অনুমানের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি বলবত্তর প্রমাণের সাহায্যে ধর্মীতে (পক্ষে) ধর্মের অভাব (সাধ্যাভাব) নিশ্চয় হয়ে থাকে, তবে সেই অনুমানের হেতুটি ঐ বলবত্তর প্রমাণের দ্বারা বাধিত হয় বলে, ঐ হেতুকে আর সাধ্য সিদ্ধির অনুকূল প্রকৃত বা সৎ হেতু বলা যায় না। ফলে ঐরূপ হেতুকে অনুমাপক হেতুর পরিধি থেকে বাদ দেওয়ার জন্য ‘অবাধিতত্ব’ এই বিশেষণ প্রয়োগ করে নৈয়ায়িকগণ অনুমাপক হেতুকে পঞ্চ লক্ষণ সম্পন্ন বলেছেন।

অবশ্য যে অনুমানে সপক্ষ নাই, সেখানে সপক্ষসত্ত্বকে বাদ দিয়ে এবং যে অনুমানে বিপক্ষ পাওয়া যায় না, সেখানে বিপক্ষাসত্ত্বকে বাদ দিয়ে অপর চারটি ধর্ম সৎ হেতুর লক্ষণ বুঝতে হবে। অন্যান্যক্ষেত্রে হেতু পঞ্চ লক্ষণ সম্পন্ন। এর ব্যতিক্রম ঘটলে তা হেত্বাভাস।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা না বললে হয়তঃ এই অনুচ্ছেদের অসঙ্গতি থেকে যেতে পারে। তাহল এই, যে পঞ্চরূপ সম্পন্ন হেতুর কথা বলা হল তা কি পঞ্চরূপপন্ন হলেই অনুমাপক হয়, নাকি অনুমানের ক্ষেত্রে তাকে সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকতে হয়। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধরা বলেন, হেতুর কেবল যোগ্যতা থাকলে হবে না, হেতুকে সাক্ষাৎ উপস্থিতও থাকতে হবে। কারণ সাক্ষাৎ উপস্থিতির ফলে ঐ হেতুর সাথে সাধ্যের বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। যে সম্বন্ধ বলে হেতু সাধ্যের সাধক হয়। কিন্তু সকল নৈয়ায়িকগণ এই যুক্তি সমর্থন করেন না। কারণ তাঁদের মতে যেক্ষেত্রে হেতুটি সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত থাকে সেক্ষেত্রে হেতুটি যেমন পরোক্ষ জ্ঞানের কারণ হয়, তেমনি যেক্ষেত্রে সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত থাকেনা অর্থাৎ জ্ঞেয়মান নয়, সেক্ষেত্রেও হেতুটি পরোক্ষ জ্ঞানের কারণ হতে পারে। কারণ তাঁদের মতে, অতীত, অনাগত লিঙ্গও পরোক্ষ জ্ঞানের কারণ হয়।

আচার্য উদয়ন কিন্তু লিঙ্গ বা হেতুকে জ্ঞেয়মান অবস্থায় করণরূপে নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে হেতু যখন পক্ষে ব্যাপ্তি বিশিষ্ট রূপে জ্ঞাত হয়, তখনই অনুমিতি হয়। অর্থাৎ তাঁর মতে লিঙ্গ পরামর্শ নয়, পরামৃশ্যমান লিঙ্গ অনুমিতির করণ। ফলে জ্ঞেয়মান লিঙ্গ অর্থাৎ পক্ষে ব্যাপ্যরূপে দৃশ্যমান হেতুকে অনুমিতির করণরূপে স্বীকার করলে অনাগত বা ভাবী ও অতীত লিঙ্গের দ্বারা অনুমিতি সম্ভব হয় না। যেহেতু ঐ লিঙ্গদ্বয় বর্তমানে দৃশ্যমান নয়।

কিন্তু কোন কোন নৈয়ায়িক অতীত ও অনাগত লিঙ্গের দ্বারা যে অনুমিতি হয় তা স্বীকার করেন। তাঁরা বলেন এখানে অগ্নি ছিল, কারণ এখানে ধূম দেখা গিয়েছিল। ইহা অতীত লিঙ্গক অনুমিতির উদাহরণ। আবার এই স্থানটি অগ্নিময় হয়ে উঠবে, কারণ এখানে কাষ্ঠাদি প্রজ্জ্বলন জনিত ধূম দেখা যাবে। এটি অনাগত লিঙ্গক অনুমিতির উদাহরণ। এঁদের মতে হেতুটির যোগ্যতা থাকলেই অনুমিতি হবে, সাধ্যাধিকরণে সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকতে হবে এমন কোন নিয়ম নাই।

ফলে স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে হেতুর যোগ্যতা বিষয়ে নৈয়ায়িকদের মধ্যে কোন মত পার্থক্য না থাকলেও হেতুটিকে সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকতে হবে কিনা এই প্রসঙ্গে স্পষ্টতঃই তাঁরা দুটি ভাগে বিভক্ত। এই সমস্যার সমাধানে ন্যায় দর্শনে বলা হয়েছে, যদি লিঙ্গ পরামর্শকে অনুমিতির করণ বলা হয়, তাহলে আর এই ধরনের অনুপপত্তি ঘটবে না। কারণ যেক্ষেত্রে জ্ঞানের বিষয়রূপে অর্থাৎ ব্যাপ্যত্বরূপে জ্ঞায়মান লিঙ্গ বর্তমান সেক্ষেত্রে লিঙ্গজ্ঞান যেমন অনুমিতির করণ হয়, তেমনি অতীত ও অনাগত লিঙ্গ অর্থাৎ যেক্ষেত্রে জ্ঞানের বিষয়রূপে লিঙ্গ বর্তমান নাই সেক্ষেত্রেও লিঙ্গজ্ঞান অনুমিতির করণ হয়। ফলে এককথায় যদি লিঙ্গজ্ঞান বা লিঙ্গপরামর্শকে অনুমিতির করণ বলা হয়, তাহলে আর কোন ক্ষেত্রেই অনুপপত্তি ঘটেনা।

অন্নংভট্ট এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘লিঙ্গপরামর্শই অনুমিতির করণ’’। কেবল লিঙ্গকে করণ বললে জ্ঞায়মান লিঙ্গকেই করণ বলা হয়। আর জ্ঞায়মান লিঙ্গকে করণ বললে বর্তমানকালীন হেতুর দ্বারাই কেবল অনুমিতি হবে, অতীত ও অনাগত হেতুর দ্বারা কোন অনুমিতি হতে পারবে না। আর এই জন্যই কি স্বার্থানুমিতি কি পরার্থানুমিতি সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গজ্ঞানকেই অনুমিতির করণ বলা উচিৎ।

অনুমিতির ক্ষেত্রে পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা

মীমাংসক ও অদ্বৈত বেদান্তীগণ অনুমিতির ক্ষেত্রে পরামর্শের প্রয়োজনীয়তাকে একেবারে অস্বীকার করেছেন। প্রাভাকর মীমাংসকের মতে, পক্ষধর্মতাজ্ঞান ও ব্যাপ্তি স্মরণ - এই দুটি জ্ঞান থেকেই অনুমিতি সম্ভব হতে পারে, অনুমিতির সবক্ষেত্রে তাই পরামর্শ অনাবশ্যক। ‘পর্বতটি ধূমবান’ - এ প্রকার পক্ষধর্মতাজ্ঞান এবং ‘ধূম বহ্নিব্যাপ্য’ - এ প্রকার ব্যাপ্তিজ্ঞান থেকেই ‘পর্বতটি বহ্নিমান’ - এরূপ অনুমিতি হতে পারে। ‘বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান অয়ং পর্বতঃ’ - এরূপ পরামর্শ নিষ্প্রয়োজন। ঠিক একইভাবে অদ্বৈত বেদান্তীগণও বলেন, পক্ষধর্মতাজ্ঞান ও ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির কারণ, তার জন্য পরামর্শ স্বীকারে কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

কিন্তু নৈয়ায়িকগণ নানাবিধ যুক্তির সাহায্যে অনুমিতির ক্ষেত্রে পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁরা বলেন, ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান না হলে, কেবল পক্ষধর্মতাজ্ঞান ও ব্যাপ্তি দ্বারা অনুমিতি উৎপন্ন হতে পারে না। যেমন, ‘বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান অয়ং পর্বতঃ’ - এরূপ জ্ঞান না হলে, কেবল ‘পর্বতঃ ধূমবান’ ও ‘বহ্নিব্যাপ্য ধূমঃ’ - জ্ঞানের দ্বারা ‘পর্বতঃ বহ্নিমান’ - এরূপ অনুমিতি উৎপন্ন হতে পারে না। ‘পর্বতঃ ধূমবান’ - এই পক্ষধর্মতাজ্ঞানে পর্বত হল বিশেষ্য এবং ধূম বিশেষণ। এই জ্ঞানে বহ্নি কোন বিষয় হয় নি। আবার তেমনি ‘বহ্নিব্যাপ্য ধূমঃ’ - এই ব্যাপ্তিজ্ঞানে ধূম ও বহ্নি বিষয় হলেও পর্বত কোন বিষয় হয় নি। এই দুটি জ্ঞানের কোনটিতেও ‘পর্বত’ , ‘ধূম’ ও ‘বহ্নি’ এই তিনটি একত্রে বিষয় না হওয়ায় তাদের কোন একটি থেকে স্বতন্ত্রভাবে ‘পর্বতঃ বহ্নিমান’ এমন অনুমিতি উৎপন্ন হতে পারে না।

‘যে ধুম প্রত্যক্ষ করে পর্বতে বহ্নির অনুমিতি করা হয়, সে ধূমের সঙ্গে যে পর্বতে বহ্নির ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে’ - এমন জ্ঞান না হলে ‘পর্বতটি বহ্নিমান’ এরূপ অনুমিতি হতে পারে না। ভিন্নভাবে বলা যায়, পক্ষ পর্বতকে ব্যাপ্তিজ্ঞানের (বহ্নিব্যাপ্ত ধূম এই জ্ঞানের) অন্তর্ভূক্ত না করলে ‘পর্বতঃ বহ্নিমান’ - এমন অনুমিতি উৎপন্ন হতে পারে না। এই তৃতীয় জ্ঞানই হল ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞান - আলোচ্য দৃষ্টান্তে ‘বহ্নিব্যাপ্যধূমবান অয়ং পর্বতঃ’ অর্থাৎ পরামর্শ। পরামর্শের অব্যবহিত পরক্ষণেই অনুমিতি উৎপন্ন হয়। পরামর্শ না হলে বা পরামর্শ বিলম্বিত হলে অনুমিতি উৎপন্ন হয় না। তাই ন্যায়মতে অনুমিতির ক্ষেত্রে পরামর্শতাই এক অপরিহার্য বিষয়।

মীমাংসক মত অনুসরণ করে যদি বলা হয় , কোন কোন ক্ষেত্রে পক্ষধর্মতাজ্ঞান ও ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির কারণ, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পরামর্শ অনুমিতির কারণ, তাহলে একই কার্যের (অনুমিতির) দুই রকম কারণ স্বীকার করায় 'গৌরব' হবে। গৌরবটা দোষের। কিন্তু ন্যায়মতে লাঘব হেতু কেবল পরামর্শকেই অর্থাৎ তৃতীয় লিঙ্গ-পরামর্শকে অনুমিতির কারণরূপে স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত। লাঘব কিন্তু দোষের নয়। যদিও অন্নংভট্ট পরামর্শকে অনুমিতির কারণ না বলে করণ বলেন।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ